যুগান্তর

তারিখ 25 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

বিদেশী শিক্ষার্থীরা বিপাকে

প্রাকৃতিক সম্পদ ও কারিগরি দক্ষতার পর শিক্ষা হইতেছে রফতানি বাজারের সাম্প্রতিক সংযোজন। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপ-এশিয়ার অনেক দেশ শিক্ষা রফতানি করিয়া বিপুল বৈদেশিক অর্থ আয় করিতেছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতও আগাইয়া গিয়াছে অনেকদূর। দুঃখজনক হইল, এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চিত্র হতাশাব্যঞ্জক। প্রাচীনকালের মঠকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা বাদ দিলেও স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, নাইজেরিয়ার মতো দেশগুলি হইতে শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশমুখী যেই স্রোত শুরু হইয়াছিল, বর্তমানে উহা তলানীতে ঠেকিয়াছে। উপযুক্ত মেধা ও অবকাঠামো থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ঠিক কী কারণে বিদেশী শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না, উহার অন্যতম উত্তর হইতে পারে যুগান্তরে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন। উহাতে দেখা যাইতেছে, বাংলাদেশে শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসিয়া বিপাকে পড়িয়াছে তিন সহস্রাধিক নেপালি শিক্ষার্থী। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা ছাড়পত্রের অভাবে তাহারা দেশে ফিরিতে পারিতেছে না। অনেকের ভিসার মেয়াদ শেষ হইলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের টনক নড়িতেছে না। এইরূপ হয়রানি বিদেশী শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশে আসিবার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করিবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও দীর্ঘসূত্রতার বদনাম তো ছিলই, প্রশাসনিক জটিলতার খবরে উহা আরও পোক্ত হইবে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে ইহা চলিতে পারে না। কেবল শিক্ষার্থী আকর্ষণ নহে, নেপালি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল প্রশাসনিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা সুশাসনেরও অন্তরায়। বিদেশী শিক্ষার্থীরা এক অর্থে বিদেশী বিনিয়োগ। সেই বিবেচনায় তাহাদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। একই সঙ্গে শিক্ষাঙ্গন হইতে বিশৃংখলা ও দীর্ঘসূত্রতা কমাইবার দিকে গুরুত্বারোপ করিতে হইবে। বিদেশী শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করে এমন কোর্স চালুর দিকেও নজর দিতে হইবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে। বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশী দূতাবাসগুলি এই ক্ষেত্রে আগাইয়া আসিতে পারে। নিজ নিজ কর্মস্থলের শিক্ষার্থীদের নিকট বাংলাদেশে শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা ও সাশ্রয় ব্যাখ্যা করিতে পারেন তাহারা। বিদ্যায়তন ও আবাসনের নিরাপত্তাও বিদেশী শিক্ষার্থী সমাগমের সহিত সম্পর্কিত। নজর দিতে হইবে সেই দিকেও। পরিস্থিতির উন্নয়নে বিদেশী শিক্ষার্থীদের প্রশাসনিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ওয়ান স্টপ সেন্টার খোলা যাইতে পারে। সেইখানে তাহাদের ভিসা, ভর্তি, সনদ ও অর্থ সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পন্ন করা হইবে। সবচাইতে ভালো হয়, সরকার বিদেশী শিক্ষার্থী সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও উহা বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে আগাইয়া আসিলে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা মানসম্মত ও যুগোপযোগী হইলে বিদেশগামী বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমিয়া আসিবে। স্মরণ রাখিতে হইবে, বিদেশী শিক্ষার্থীর আগমন নিছক বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের বিষয় নহে। উহার সহিত সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানও জড়িত। বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে উহার বিকল্প নাই। দক্ষিণ এশিয়ার দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের পাশে থাকিয়া উহা আরও বেশি অনুধাবনযোগ্য। একই বিবেচনায় অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, আঞ্চলিক বাণিজ্য এবং দক্ষিণ এশীয় রাজনৈতিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিকট নেপালের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারত, পাকিস্তান কিংবা শ্রীলংকা নহে, বিদেশী শিক্ষার্থী আকৃর্ষণ করিবার ক্ষেত্রে নেপালই হইতে পারে বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনাময় দেশ। বাংলাদেশে পড়িতে আসা নেপালি শিক্ষার্থীদের ছাড়পত্র সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত সমাধানে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ লইবে আশা করি।